মেহেরপুরে ইয়াবার টাকা বিরোধে সংঘর্ষ, অপহরণ

মেহেরপুরে পূর্ব বিরোধের জেরে পথরোধ করে মারধর ও অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অভিযান চালিয়ে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও সদর থানা পুলিশের যৌথ একটি দল। পলাতক রয়েছে আরও একজন।

এ ঘটনাই ভুক্তভোগী মিয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করেছেন। সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবির বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে মামলার বাদী ও অপহরণের শিকার মিয়ারুল ইসলাম ও তার পরিচিত গোবিপুর গ্রামের বাসার মেম্বারের ছেলে হৃদয় (৩৫) মোটরসাইকে মেহেরপুর শহরের সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আসামিরা লাঠিসোটা নিয়ে তাদের পথরোধ করে।

এসময় পলাতক আসামী হাসিবুল ইসলামের সঙ্গে হৃদয়ের পূর্বের লেনদেনের বিষয় নিয়ে তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। বাদী প্রতিবাদ করলে আসামিরা তাদের ওপর চড়াও হয়ে এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি মারতে থাকে। একপর্যায়ে হৃদয় দৌড়ে পালিয়ে গেলেও বাদীকে আটক করে লাঠিসোটা দিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়।

পরে জোরপূর্বক সাগর হোসেনের ইজিবাইকে তুলে তাকে অপহরণ করে মেহেরপুর সদর উপজেলার ফুলবাগান পাড়ার ক্রিসেন্ট ক্লাবে নিয়ে আটকে রাখা হয়।

খবর পেয়ে দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে মেহেরপুর ডিবি পুলিশ ও সদর থানা পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ক্রিসেন্ট ক্লাব থেকে অপহৃত মিয়ারুল ইসলামকে উদ্ধার করে এবং ঘটনাস্থল ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে। তবে অভিযানের সময় পলাতক আসামী হাসিবুল ইসলাম কৌশলে পালিয়ে যায়।

অপহরণের ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত এবং অপরের মামলার আসামিরা হলেনঃ মুখার্জিপাড়ার সেলিম রেজার ছেলে রোহান হোসেন রিয়াদ (২৩), রিপন আলীর ছেলে আব্দুর রহিম (১৯ ও হাফিজুল ইসলামের ছেলে তাজ হোসেন (২৪), ফুলবাগান পাড়ার শফিকুল ইসলামের ছেলে সাগর হোসেন (২৪) এবং

তাতিপাড়ার মহসিন শেখের ছেলে মাহফুজুর রহমান (১৯) সহ অজ্ঞাতনামা আরও ৪/৫ জন।
অপর আসামি ফুলবাগান পাড়ার হাসেম আলীর ছেলে হাসিবুল ইসলাম (২০) কৌশলে পালিয়ে যান।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, ‘প্রাথমিক অনুসন্ধানে পূর্বের টাকার লেনদেনকে কেন্দ্র করেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং পলাতক আসামীকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। এছাড়াও এ ঘটনায় মিয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।’

তবে অভিযোগ ও প্রতিবেদকের প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, ইয়াবা কেনার জন্য পূর্বে লেনদেনকৃত টাকা আত্মসাৎকে কেন্দ্র করে এই বিরোধের সূত্রপাত। আর তারই জের ধরেই সংঘর্ষ ও অপহরণের ঘটনা ঘটে।

সওজের সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী গাংনীর আবু হেনা দম্পতি কারাগারে

১০ কোটি টাকা অবৈধ সম্পদ ও সম্পদ অর্জন এবং তার তথ্য গোপনের অভিযোগে প্রকৌশলী আবু হেনা মোস্তফা কামাল এবং তার স্ত্রী ডা. জোবাঈদা শাহনূর রশীদকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

প্রকৌশলী আবু হেনা মোস্তফা কামাল গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের ঝোড়পাড়া গ্রামের আয়ুব আলী ওরফে ঝড়ু মাস্টারের ছোট ছেলে।

গত রোববার (৫ এপ্রিল) পাবনার বিশেষ (জেলা জজ) আদালত তাদেরকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

দুদকের দায়েরকৃত মামলায় আবু হেনা ও তার স্ত্রী আদালতে আত্মসমর্পণ

করে জামিনের আবেদন করেন। এসময় বিচারক আবু সালেহ্ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন খাঁ জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

দুদকের আইনজীবী মনোজ কুমার দাস এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

অভিযোগ রয়েছে এলাকার বিভিন্ন স্থানে তিনি নামে-বেনামে অনেক জমি কিনেছেন। সাব রেজিস্ট্রি অফিসের কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা- কর্মচারীদের জোগ সাজসে এসব জমি রেজিস্ট্রি হয়েছে। দুদক তার সম্পদক অনুসন্ধানকালে গাংনী সাব রেজিস্ট্রি অফিসে পত্র দেয়।

তবে অভিযোগ রয়েছে, সাব রেজিস্ট্রি অফিস থেকে তার মালিকানা জমির বেশ কয়েকটি গোপন রেখে সামান্য পরিমাণ কিছু জমির তথ্য দেয়। অধিকতর তদন্ত চালালে তার অবৈধ সম্পদের ফিরিস্তি বেরিয়ে আসবে বলে এলাকার বিভিন্ন সুত্রে জানা গেছে।

এছাড়াও তার আপন ভাইয়ের সাথে অমানবিক ও নিষ্টুর আচরণের অভিযোগ রয়েছে। দএকসাথে তারা ঘরবাড়ি নির্মান করলেও আবু হেনা শক্তি খাটিয়ে দখল করে নেয়। ভাই ও ভাবিকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে।

দুদুকের আইনজীবী জানান, ২০২৩ সালের ৬ জুলাই দুদক পাবনা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সাবেক উপ-পরিচালক খায়রুল হক বাদী হয়ে আবু হেনা মোস্তফা কামাল ও তার স্ত্রী ডা. জোবাঈদা শাহনূর রশীদের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা করেন।

২০২৪ সালের ১০ জুলাই স্ত্রী জোবাঈদা শাহনূর রশীদ ও চলতি বছরের ১৩ জানুয়ারি আবু হেনা মোস্তফা কামালের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রট অনুমোদন দেয় দুদক।

দুদকের আইনজীবী আরও জানান, আসামিরা উচ্চ আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে আদালত দুজনের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন।

এরপর তারা পাবনা স্পেশাল জেলা জজ আদালতে হাজির হয়ে জামিনের আবেদন জানান। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার অজুহাত দেখিয়ে শুনানির জন্য আদালতের কাছে সময় চান।

এভাবে কয়েক দফা তারিখ নিয়ে শুনানিতে কালক্ষেপণের পর আজ আদালতে এসে জামিন প্রার্থনা করেন। শুনানি শেষে আদালত তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

মামলা সূত্রে জানা যায়, ঘুষ ও দুর্নীতির অভিযোগে ২০২২ সালের ২৩ জুন আসামি আবু হেনা মোস্তফা কামাল এবং তার স্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগের প্রভাষক ডা. জোবাইদা শাহনূর রশীদের বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণী জমা দিতে আদেশ জারি করে দুদক।

এ আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের ১৬ আগস্ট পাবনা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে সম্পদ বিবরণী জমা দেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল।

যেখানে তিনি স্থাবর ও অস্থাবর মিলিয়ে দুই কোটি ২১ লাখ ৯৮ হাজার ৩৯২ টাকার সম্পদের হিসাব জমা দেন। কিন্তু দুদকের অনুসন্ধানে মোট তিন কোটি ১৩ লাখ ১১ হাজার ৪৭৩ টাকার সম্পদের তথ্য প্রমাণ মেলে। অর্থাৎ এখানে তিনি ৯১ লাখ ১৩ হাজার ৮১ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন বা মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।

পাশাপাশি তার স্ত্রীকে দানসহ পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয় হিসাব করলে দুদকের অনুসন্ধানে মোট সাত কোটি ৮৫ লাখ ৯৬ হাজার ৭৬০ টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। যার মধ্যে গ্রহণযোগ্য আয় এক কোটি ৫০ লাখ ৯২ হাজার ২৬৭ টাকা। যা বাদ দিলে ছয় কোটি ৩৫ লাখ ৪ হাজার ৪৯৩ টাকার সম্পদের উৎস দেখাতে পারেননি তিনি।

কইসঙ্গে অবৈধ ওই সম্পদের মধ্যে আসামি আবু হেনা মোস্তফা কামাল তার মায়ের দান করা ছয় কোটি ২০ লাখ টাকা তার আয়কর নথির ২০০১-২০০২ করবর্ষ থেকে ২০০৬-২০০৭ করবর্ষ পর্যন্ত প্রদর্শন করেছেন।

এ টাকা থেকে তিনি তার স্ত্রী ডা. জোবাঈদা শাহনূর রশীদকে বিভিন্ন সময়ে দুই কোট ৭০ লাখ টাকা দান করেছেন। যা তাদের উভয়ের আয়কর নথিতে এ দান গ্রহণ ও প্রদানের বিষয়টি প্রদর্শিত রয়েছে।

দুদকের অনুসন্ধান বা যাচাইকালে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় আরও দেখা যায়, আসামি আবু হেনা মোস্তফা কামাল তার ঘুস ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয়কে স্থানান্তর, হস্তান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে বৈধতা দানের জন্য অসৎ উদ্দেশ্যে প্রথমে তার মায়ের আয়কর নথিতে প্রদর্শন করেন। পরে তা দান হিসেবে নিজের আয়কর নথিতে প্রদর্শন করেছেন।

অন্যদিকে স্ত্রী ডা. জোবাইদা শাহনূর রশীদ দুদকে জমা দেওয়া তার সম্পদ বিবরণীতে স্থাবর ও অস্থাবর মিলিয়ে মোট দুই কোটি ৪০ লাখ ১৭ হাজার ৭৩১ টাকার সম্পদের তথ্য দেন।

অনুসন্ধান বা যাচাইকালে তার নামে মোট দুই কোটি ৪৪ লাখ ৬২ হাজার ৩১ টাকার স্থাবর সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিনি চার লাখ ৪৪ হাজার ৩০০ টাকা মূল্যের সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন।

দুদকের অনুসন্ধানকালে আরও দেখা যায়, আসামি ডা. জোবাঈদা শাহনূর রশীদের নিট সম্পদ, পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয়সহ চার কোটি ২৬ লাখ ১০ হাজার ৫০৯ টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। যার মধ্যে তার গ্রহণযোগ্য আয় এক কোটি ৫২ লাখ ১২ হাজার ৫৭ টাকা বাদ দিলে দুই কোটি ৭৩ লাখ ৯৮ হাজার ৪৫২ টাকার জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের প্রমাণ পাওয়া যায়। যার মধ্যে দুই কোটি ৭০ লাখ টাকা তার স্বামী আবু হেনা মোস্তফা কামাল থেকে দান সূত্রে প্রাপ্ত।

সবার সহযোগিতায় এগিয়ে যাবে মেহেরপুর

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় জেলার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বলেছেন, সবার সহযোগিতা নিয়েই আমরা এগিয়ে যাব এবং মেহেরপুরবাসীকে ভালো রাখার জন্য কাজ করবো।

তিনি বলেন, অনেকেই অভিযোগ করেছেন ট্যাগ অফিসাররা সহযোগিতা করতে পারছেন না। তবে এই ক্ষেত্রে ট্যাগ অফিসারদের পাশাপাশি ম্যাজিস্ট্রেটদেরও সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। ট্যাগ অফিসাররা তথ্য দিলে ম্যাজিস্ট্রেটরা তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং সার্বক্ষণিক তদারকি করছেন।

জেলা প্রশাসক আরও বলেন, আমি নিজেও মাঠে গিয়ে সার্বিক পরিস্থিতি পরিদর্শন করেছি। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সরকারি কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করাই আমাদের দায়িত্ব এবং এ ক্ষেত্রে আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি

ইবনে সাজ্জাদ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতিম শীল।

সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোযাম্মেল আযম, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক, সিনিয়র সাংবাদিক রফিকুল আলম, আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, তুহিন অরণ্য, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন এবং কালবেলা জেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোযাম্মেল আযম বলেন, মেহেরপুর একটি ছোট জেলা হলেও সমস্যার শেষ নেই। তেলের সংকট ও শিক্ষার অব্যবস্থাপনা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানে প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হতে হবে।

সিনিয়র সাংবাদিক তুহিন অরণ্য বলেন, মেহেরপুরে বাল্যবিবাহের হার দিন দিন বাড়ছে। এর ফলে পারিবারিক ও সামাজিক নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রশাসনের কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন।

মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক বলেন, মোটরসাইকেলের জ্বালানির পাশাপাশি কৃষি কাজেও তেলের সংকট প্রকট হয়ে উঠছে। কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি।

বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন বলেন, বাল্যবিবাহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডিভোর্সের হারও বাড়ছে। এই সামাজিক অবক্ষয় রোধে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা দরকার।

কালবেলা জেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি বলেন, তেল সংকটের পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থায়ও সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে কিছু প্রতিষ্ঠানে প্রাইভেট বাণিজ্য নিয়ে অভিযোগ রয়েছে, যা গুরুত্বসহকারে দেখা প্রয়োজন।

মতবিনিময় সভায় গণমাধ্যমকর্মীরা অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণ, জেলার জ্বালানি সরবরাহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষিসহ বিভিন্ন খাতের সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয় তুলে ধরেন।

মেহেরপুরে জ্বালানি তেলের সরবরাহ সুষ্ঠু রাখতে জেলা প্রশাসকের পরিদর্শন

জনস্বার্থে জ্বালানি তেলের সুষ্ঠু সরবরাহ ও বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে মেহেরপুরে তদারকি কার্যক্রম জোরদার করেছে জেলা প্রশাসন।

সোমবার (৬ এপ্রিল) জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায় সদর উপজেলার কলেজ মোড় সংলগ্ন মেহেরপুর ফিলিং স্টেশন সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি ফিলিং স্টেশনে সংরক্ষিত জ্বালানি তেলের মজুদ, বিক্রয় কার্যক্রম এবং মজুদ রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা তা নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করেন।

এ সময় জেলা প্রশাসক ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ, নির্ধারিত দামে জ্বালানি তেল বিক্রয় নিশ্চিত করা এবং কোনো প্রকার অনিয়ম বা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন।

জেলা প্রশাসনের এমন তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে। স্থানীয়দের মতে, প্রশাসনের এ ধরনের উদ্যোগ জ্বালানি তেলের বাজার স্থিতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

গাংনীর সাহারবাটি গ্রামে কৃষি ব্যাংকের উপ-শাখার উদ্বোধন

গ্রাহকদের দোরগোড়ায় সহজে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিতে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের একটি নতুন উপ-শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (৬ এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি বাজারে এ উপ-শাখার উদ্বোধন করা হয়। এটি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ৫ নম্বর উপ-শাখা হিসেবে চালু হলো।

ব্যাংকের মেহেরপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক প্রহলাদ কুমার হোড়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপ-শাখাটির ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) খালেদুজ্জামান জুয়েল।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। নতুন এই উপ-শাখা চালুর মাধ্যমে এলাকার কৃষক, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ আরও সহজে কৃষিঋণসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, কৃষকদের সহায়তা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদান এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে গতিশীল করতে এই উপ-শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দীর্ঘদিন ধরে কৃষি খাতে ঋণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে দেশের কৃষি উন্নয়নে অবদান রেখে আসছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন এবং ব্যাংকের কুষ্টিয়া অঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক উৎপল কবিরাজ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক প্রহলাদ কুমার হোড়। মেহেরপুর আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা আখতারুজ্জামান এবং মেহেরপুর শাখা কার্যালয়ের কর্মকর্তা রাসমনি খানম যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল ধুমকেতু, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ফারুক হোসেন, নবীনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তানজিদুর রহমান মুক্তি, স্থানীয় ব্যক্তিত্ব তৌহিদ মোর্শেদ অতুল, তৌহিদুজ্জামান সোহেল ও তোহিদুর রহমান কাঁকন প্রমুখ।

উদ্বোধনী দিনে ১৫ জন কৃষকের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে ২২ লাখ টাকার ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ৫০ লাখ টাকা আমানত (ডিপোজিট) সংগ্রহ করা

হয়।

অনুষ্ঠানে ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও গ্রাহকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে অস্ত্র ও মাদকসহ আটক-২, পলাতক-১

মেহেরপুর সদর উপজেলার ফুলবাগান পাড়ায় অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র, ইয়াবা, গাঁজা ও বিদেশি মদসহ দুই যুবককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ। এ ঘটনায় আরও একজনকে পলাতক আসামি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে মেহেরপুর পৌরসভার ফুলবাগান পাড়ায় পলাতক আসামি শুভর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেনঃ পৌর শহরের কলেজপাড়া এলাকার মাহাবুল ইসলামের ছেলে সাব্বির হোসেন (২৩) এবং ফুলবাগান পাড়ার মৃত বিপুল হোসেনের ছেলে সৈকত আলী (২৩)। এ ঘটনায় একই এলাকার শুভ (২৮) পলাতক রয়েছে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের একটি দল ওই এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় একটি সেমি-পাকা টিনশেড বাড়িতে থেকে ৩৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ১৪০ গ্রাম গাঁজা, একটি বিদেশি মদের বোতল এবং তিনটি কুড়াল উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত আলামত জব্দ করা হয়েছে।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন, মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী। এ সময় তার সঙ্গে এসআই সঞ্জয় মন্ডল, এসআই কাজল রঞ্জন ঘোষ, এসআই আবু বক্কর সিদ্দিকসহ সঙ্গীয় ফোর্স উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ আরও জানায়, আটক সাব্বির হোসেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পূর্বের একটি মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি। একই মামলায় পলাতক আসামি শুভও অভিযুক্ত।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, “এ ঘটনায় আটক ও পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। আটক দুই আসামিকে আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। পাশাপাশি পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।”

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার নতুন সদস্য সচিব রকিবুল হাসান রিপন

মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রকিবুল হাসান রিপনকে সদস্য সচিব করে মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গত ১ এপ্রিল সদ্য বিদায়ী জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর ৭ সদস্যের এ কমিটি গঠন করেন।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন পদাধিকারবলে জেলা প্রশাসক (আহ্বায়ক), পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক এবং সদস্য আব্দুস সালাম।

মেহেরপুরে ইয়ুথ কাউন্সিল গঠনের আলোচনা সভা

মেহেরপুরের সার্বিক উন্নয়ন, তরুণদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় যুবসমাজের কার্যকর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত

করতে “ইয়ুথ কাউন্সিল” গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। National Council for Human Rights and Development এর প্রস্তাবনায় এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মতামত সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শেখ মোহাম্মদ তোয়াশ। তিনি তরুণ নেতৃত্বের বিকাশ, সামাজিক সচেতনতা এবং স্থানীয় উন্নয়নে যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

এতে জেলার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন মোহনা হাসান, তানজিমুল, সৈয়দ মাহফুজ, সাব্বির হোসেন এবং বৃষ্টি।

প্রতিনিধিরা তাদের অভিজ্ঞতা, সমস্যা ও সম্ভাবনার আলোকে ইয়ুথ কাউন্সিলের কাঠামো, কার্যক্রম এবং কার্যকারিতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা তুলে ধরেন।

সংশ্লিষ্টরা জানান, এই কাউন্সিলের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে তাদের সমস্যা, সম্ভাবনা এবং উন্নয়নমূলক প্রস্তাবনা সরাসরি নীতিনির্ধারকদের কাছে উপস্থাপন করতে পারবেন। এর ফলে তরুণদের কণ্ঠস্বর প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাবে এবং মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ সেতু গড়ে উঠবে।

প্রস্তাবিত কাঠামোতে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য এবং উদীয়মান তরুণ নেতৃত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এর মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, নেতৃত্ব বিকাশ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আইনি সহায়তা পাওয়ার সুযোগ আরও বিস্তৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের উদ্যোগ তরুণদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও নাগরিক সচেতনতা বাড়াবে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করবে। পাশাপাশি, যুবসমাজের উদ্ভাবনী চিন্তা ও শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জেলার টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

মতামত সংগ্রহ শেষে একটি সুসংগঠিত কাঠামো ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে শিগগিরই ইয়ুথ কাউন্সিলের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হবে বলে জানা গেছে। জেলার তরুণ সমাজ ইতোমধ্যে এ উদ্যোগকে

স্বাগত জানিয়েছে এবং এর সফল বাস্তবায়নে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক ডিক্লিয়ার বহিষ্কার

দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলের নীতি, আদর্শ ও সংহতির পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. হুজাইফাকে (ডিক্লিয়ার) প্রাথমিক সদস্যপদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন এমপি এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন বলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, বহিষ্কৃত এই নেতার কোনো ধরনের অপকর্মের দায়-দায়িত্ব দল বহন করবে না। একই সঙ্গে যুবদলের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের তাকে সঙ্গে কোনো সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে আবারও খড়ের আগুনে গম, তামাকসহ পুড়ল ১৫ বিঘা জমির ফসল

মেহেরপুরের গাংনীতে আবারও গমের খড় পোড়াতে গিয়ে আগুন লেগে ১৫ বিঘা জমির গম, ভুট্টা, তামাক, সেচের মেশিন ও আমবাগান পুড়ে গেছে। এতে বিভিন্ন কৃষক ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।

শনিবার দুপুরে উপজেলার চোখতোলা মাঠে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, কৃষকদের গম কাটা প্রায় শেষ পর্যায়ে। মাঠে এখনও কিছু কৃষকের গম রয়েছে। এছাড়াও তামাক, ভুট্টা, আমবাগান ও সেচের মেশিন রয়েছে বিভিন্ন জমিতে। তবে মাঠজুড়ে গমের খড় পোড়াতে ব্যস্ত রয়েছেন অনেক চাষি। দুপুরে এক চাষি তার জমির খড় পোড়াতে গেলে অসাবধানতাবশত আগুন বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের জমিতে।

চোখতোলা মাঠের চাষি মজনুল হক বলেন, “আমার গম, ইঞ্জিনচালিত শ্যালো মেশিন ও তামাক পুড়ে গেছে। প্রায় এক লাখ টাকার বেশি ক্ষতি হয়েছে। অনেক কষ্ট করে ফসল ফলিয়েছিলাম, সব পুড়ে গেল। একজন চাষির অসাবধানতায় ১০-১৫ জন চাষির ফসল নষ্ট হয়েছে।”

তিনি আরও জানান, ময়েশপুর গ্রামের চাষি আজিজুল হক তার ১০ কাঠা জমির খড় পোড়াতে গিয়ে এ আগুনের সূত্রপাত ঘটে।

আরেক চাষি আব্দুল হালিম বলেন, “দুপুরে প্রচণ্ড রোদ ও বাতাসের মধ্যে খড় পোড়ানোর কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এতে আমার একটি ইঞ্জিনচালিত শ্যালো মেশিন, তামাক ও আমবাগান পুড়ে গেছে। প্রায় দেড় লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।”

ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন বলেন, “চোখতোলা মাঠে গম, তামাক, ভুট্টাসহ বিভিন্ন ফসল পুড়ে গেছে। এতে কৃষকরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ঘটনাটি সরেজমিনে গিয়ে দেখা হবে।”

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মতিউর রহমান বলেন, “আজিজুল হক নামে এক চাষি খড় পোড়াতে গিয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এতে বিভিন্ন কৃষকের গম, তামাকসহ ফসল পুড়ে যায়। পাশাপাশি তিনটি ইঞ্জিনচালিত শ্যালো মেশিনও পুড়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যাচাই করা হচ্ছে।”

তিনি আরও বলেন, “ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে। ভবিষ্যতে খড় না পোড়ানোর জন্য কৃষকদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে মসজিদে মসজিদে প্রচার ও মাইকিং করা হয়েছে। তারপরও অনেকেই খড় পোড়াচ্ছেন, যা বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।”

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের শিমুলতলা মাঠে ৫ কাঠা জমির খড় পোড়াতে গিয়ে ৮০ বিঘা জমির গম পুড়ে যায়। এতে